তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ে টোটোদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিবরন বিশদভাবে বর্ননা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি টোটোদের মৌখিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হোলো এবং তার বাংলা রুপান্তরও লিপিবদ্ধ করা হোলো। ক্ষেত্র-সমীক্ষার মাধ্যমে বিষয়গুলো কিভাবে সংগৃহীত হয়েছে তারও বিবরন দেওয়া হোলো।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, টোটোসমাজের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো আদিকাল থেকেই টোটোদের পুরোহিত-নির্দেশিত ও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এখনও পর্যন্ত লিখিত কোনও প্রামান্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

(১) সানুঙা হিস্পা, সেইংঙা হিস্পা,

সাসুঙিউ জয়সা হিস্পা যিসাঙ্ হুইমি। সিনিঙ্রাতা লুইঙ্তু নিনা, যিসাঙ্ হুইম্কে হুইয়ে। মাইবেবে মোঘোয়না। হাংস্কো ওয়ংকো নিবা ওয়ঙ্বা। আগাই মাসেতা ই যিসাঙ্ হুইমি।

ই জিসাংহা কেওয়া জিসাংবেগা জরেমি । ই কো মিহা 'আংচু' । তারিইরি কো নৈয়ুতা জিংমি 'ওয়ুয়ু' (ওঁয়ু) জিসাংহা । নাগাই 'অংচু' জিসাঙ্ টেবোতামি । নেয়া 'ওয়ুয়ু' (ওঁয়ু) জিসাঙ্ টেবো ।

নেহা হানি জিসাঙ্তারে পিকা মাসানি । পাকা, ককা সামি । মেইংবে, সামা লাসিসসা 'ইউ' গামি । তাংসা ওয়ুং মিসা আগ্যামি ।

ই 'অংচু' জিসাঙ্ নৈয়ুতাআমা, বিয়া নেইঙ্সা জুওয়াকোসিতা, আজাঙ্কোসিতা অংর সারেমি ।

এনৃতাওয়াতারি জিঙ্নাহা ওয়াইমি । আবুগে রিতা অংবে, মেবেবে মিংনাহা আতং নাম্চি জাঙ্মি । নাগাইকোদিগা, তাংসা গামুংসা নুয়ং জাঙ্সুঙ্সা । নে নাম্চি জাঙ্ওয়া তা হাই জাঙ্বা আকুরাং ।

নাওয়াইহা 'গো-ওয়াটি' হামৃসা জিসাঙ্ হুইমি । নে হা ঝোরা জুতিতা হুইপৃমি ।

সানুআহিস্পার জিসাঙ্হা এনৃতাকো তামৃসা হুইমি । আকোসোতা তাঙ্আ সানুআর হুইমি ।

লাওয়াইহা 'গো-ওয়াটি' হাম্‌সা জিসাও্‌ হুইযি ।

নে হা জোরা জুতিতা হুইপৃযি ।

বাংলা রূপান্তর :----- তিনদিন ধরে এই'সানুজা হিস্‌পা' বা 'সেইংজা হিস্‌পা' দেবতার পূজা হয় । টোটোদের মতে পূর্বদিকে এই দেবতা আছেন । এই দেবতার পূজা পুরোহিত করে ।'সানজা হিস্‌পা'-র পূজায় কোনও ফুল, বেলপাতা প্রভৃতি লাগে না । যার খুশী এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে । আগষ্ট মাসে এই দেবতার পূজা হয় । এই 'সানুজা হিস্‌পা'-র পূজা জন্মাষ্টমী পূজার মতো । এই পূজার পদ্ধতি দুটি ভাগে বিভক্ত প্রথম অংশের নাম 'অংচু' । এই অনুষ্ঠানের একমাস পরে হয় দ্বিতীয় অংশের পূজা । এর নাম 'ওয়ুয়ু' বা 'ওঁয়ু' ।

প্রথমদিকে এই 'অংচু' পূজার আড়ম্বর বেশী ছিল এবং এটিই 'বড়পূজা' হিসেবে প্রাধান্য পেতো । কিন্তু বর্তমানে'ওয়ুয়ু' বা 'ওঁয়ু' পূজাই বড় পূজা হিসেবে ধরা হয় ।

টোটোরা এখন কোনও পূজাতেই গরু কাটে না । শুয়োর, মুরগী কাটে বা বলি দেয় ।'মাকুয়া', সাথী মিশিয়ে 'ইউ' নামে একধরনের পানীয় তৈরী করে । এই 'ইউ' ছোটো বড়ো স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলে একসংগে পান করে । এই 'সানুজা হিস্‌পা'

পূজা হওয়ার পর টোটোপাড়ার সব পুরুষ মাংস ও ভাত পাতায় (বিশেষ করে কলাপাতায়) সাজিয়ে প্রত্যেকের নিজের মামাবাড়ী ও শ্বশুরবাড়ীতে দিয়ে আসবে।

নির্দিষ্ট মাসের ফল বা ফসল পাকবার সময় এই পূজার দিন ঠিক করা হয়। প্রধান পুরোহিত সহ টোটোপাড়ার সকলে বসে পূজার দিন ঠিক করে। মলমাস পড়লে পূজার দিন বা সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়।

আগে কালীখোলা নদীতে গিয়ে টোটোদের পূজো করতে হোতো। এখন নিয়ম বদলে গেছে। এখন কাছাকাছি কোনও বাংরনা বা বোংড়ার কাছে গিয়েও পূজা হয়।

টোটোদের মতে 'সানুজাহিসুপা' বা 'সেইংজাহিসুপা' দেবতার পূজা করলে দেবতার আশীর্বাদে ভালো ফসল পাওয়া যায়। তাছাড়া আগামী দিনগুলোতেও ভালো ফসল যাতে তারা পায়, দেবতার কাছে এই প্রার্থনা এবং মংগল কামনা করে টোটোরা এই পূজা করেন।

(২) 'সর্দিকোশোকাং,' সর্দিওশোকং, 'সর্দেশকং',

শোকোংহা সামাস্নুতিবে দিম্‌শা চুংমি । আসুয়া জং মিমি সেইংজা হুইমি । সানুজা এনুতাপা তাম্‌সা হুইমি ।

আগস্টি সানিডতা দেনাংদিউয়াসা লাচিজাঙুয়া । টেবোকাইজিকো সেতা জংসুয়া । ইকোসাকুমুতা 'দেনাংদিউয়া'। তাংসাকো সাসো ইচো ইচো জাম্‌সা সাকো আবেশ দিমশা 'গো-ওয়াটি' চৈকেতা দিওয়া । উইশেনাংআইতা দিওা কম্‌তি জিম্‌সা এপাজাম্‌সা দিমি । অওসয়া সাইয়ুনিয়ু তা জিসাং । ইকোসাকুমুতা গরৈয়া জিসাং হুইমি । আখুদিনুতা দাতো তি যিসাং হুইমি ।

তাংসালইতা লাংরাসা লারাংসা জিসাং হুইচুমি । নইকো আবেইকো জোবোতা জিসাং হুইচুমি । সাকোইচহদ্ কাচেং মি । জিসাং হুইওয়া দিওা মাহম্‌সা জিসাং হুইমি । আপনি আপনিকো হাং হুইচুংবা ।

লাপুতাঙ্ওয়া :-

এঙ্, আংকু, ইউ, ইউংপিকোলাসুতা এওয়াহিং অংমি লাপুতাঙ্ওয়া । কেখাসাওয়াইতিহা লাপুতাঙ্ওয়াকো অইতা ইউতি নুমি ।

ইকোনইতাহা আসেসেচুইদো ওয়াটিওয়মগা । লাপুতাঙ্ওয়াহা হাংসুরে মেওচা সা হাঙসুরে যাচামংগা । তাংসাকো লারাংসা লারাংসা লাপুতাঙ্নেমগা ।

ইকো সা সুঙ্য়ু তা যানক্যা । ইকো নৈতাহা হাইকোচুইদো বিয়া নাগাইমুসা পিচ্কেরয়া । নেইয়া বিয়া হুমুসাচুইদো পিচ্কেরয়া । হাঙসু হাঙসু যেমেবিকো বিয়োবিতি জিঙ্তেবা অউবিয়া পাংবি, পাঙ্ আপাবিকো সেতা অংর সামুগা । বেউযাজিসা জিংরিয়া সামগৈয়মগা । সেতাহা হাঙসুকরে বিউ মাজিইয়াংনাহা সাকো পজাবি যাযা, বিকো, সেতা আযা সানেমি ।

ইকোসা চেঙ্য়াইয়ু তাহা নাইয়ু । ইচো বেরসে অসেচতুয়াক জিনতেবা ইউ ইয়ো জামুসা সানেমি -

ই জিসাং হুইওয়হা জেরং ইতাহা হাইরে শামগইমি । ই জিসাং হুইওয়তাহা তাং সা ইউসুংয়া পইসা দিমিসা পাকা চইমুসা জিসাং হুইমি । জেরং বিয়াকইমশা তাংসা আমা পুমশা । তাংমামি যেযেপজা গামসা চামি । ইপিড়ি যেযেপজা লেইমুমশা জোইমশা ইয়ুংমি । লিসুং কেথা ও দাওনু সো লেইমি । এ পরং সাসুউিউ জিউ ইয়ুই, লেমুসা ইয়ুমি, যেসুয়াকাওসামি ।

ইকোসা নিয়ুতা পাকা পুরামসা গো-ওয়াটিতা জিসাং হুইমি । আকু পাকা কোরিয়া কিংসা চামি । ই জিসাং হুয়য়া কামিং 'গো-ওয়াটি' ।

বাংলা রূপান্তর:-

সাধারনতঃ জুলাই মাসের শেষ এবং আগষ্ট মাসের শুরুতে প্রথম সাত দিনের দিন পুরোহিত সকলকে ডেকে জমায়েত করেন । মাসের নয় দিনের দিন রাস্তার ধার থেকে জংগল পরিস্কার করা শুরু হয় । এই অনুষ্ঠানকে বলে 'দেনাং দিউয়া' । প্রত্যেক বাড়ী থেকে অন্ততঃ একজন করে নিজ নিজ বাড়ীর সামনের রাস্তার

পাশ থেকে জংগল পরিস্কার করতে করতে'পূজা বাড়ী' পর্যন্ত যাবে এবং তারপর'গো-ওয়াটি''বা'গো-ওয়াতি' নামের নদি পর্যন্ত যাবে। এর নয়দিন পরে'গরইয়া' পুজা হয়। এই'গরইয়া'পূজার দিনই দাতেংতি, দীশতি, চু-ওয়াতি, নিতেংতি, জোয়ুন্তী, মেরেমতী, লেইপাংতি নামের সব নদীর পূজাহয় মুরগী বলি দিয়ে।

প্রত্যেক পাড়া অনুযায়ী ভাগ করে পুজা হয়। পাড়ার মধ্যে কাছে যে'জোরো' বা'কোড়া' থাকবে তার সামনে গিয়ে পুজা হয়। প্রত্যেক বাড়ী থেকে যে, কোনও একজন যায় পুজা দিতে। মন্ত্র পড়ে পুরোহিত সব নদীর নামে মুরগী বলি দেয়। প্রত্যেকের ইচ্ছে অনুযায়ী যে, কোনও নদীর নামে বলি দেওয়া যেতে পারে।

পুজার উপকরন:-

আদা, কাঁচাচাল,'ইউ' কলাপাতায় সাজিয়ে দিতে হয়। বলির পর পুরোহিত ঐ সব পুজার উপকরনের উপর বলির রক্ত ছিটিয়ে দেয়। এই সময় কমবেশী বৃষ্টি হবেই। পুজার সব উপকরন পুজাস্থানেই পড়ে থাকবে, কেউ নেবেও না বা কেউ খাবেও না।

প্রত্যেক বাড়ী থেকে পাতায় করে ঐ সব পুজার উপকরন আলাদাভাবে সাজিয়ে দিতে হবে।

এই পূজার তিনদিন পর 'মানক্যা' নামের পূজা হয়। এই পূজার জন্য নিজের পছন্দমতো মুরগী, শুয়োর, গরু ইত্যাদি পশুর মাংস লবনজলে সিদ্ধ করে দেওয়া হয়। তবে বর্তমানে ঐ সব মাংস রান্না করে পূজাস্থানে দেওয়া হয়। টোটোপাড়ার বিবাহিতা টোটো মেয়েরা ভাতের সংগে এই রান্নাকরা মাংস কলাপাতায় সাজিয়ে তাদের বাবা, কাকা, ঠাকুরদা, দাদা, ভাই প্রমুখ সব পুরুষকে দিয়ে যাবে। কুমারী টোটো মেয়েরা কেউ এসব খাদ্য-উপকরন পাবে না এবং এই খাদ্য-উপকরন কাউকে দেবার অধিকারও তাদের নেই। বাড়ীতে বিবাহিতা কোনও মেয়ে না থাকলে বাড়ীর পুরুষরা নিজেদের মামাবাড়ী ও শ্বশুরবাড়ীর পুরুষদের এই ভাত ও মাংস কলাপাতায় সাজিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

এই উৎসবের পনেরো দিন পর 'ওয়ুয়ু' বা 'ওঁয়ু' পূজা হয়। এই ওয়ুয়ু পূজা সেই সময়কার ফল জাতীয় জিনিষ বা ফসলের কারনে যেমন কমলালেবু ইত্যাদি ফসলের কারনে করা হয়। যোটারো বৎসর বয়স পূর্ন হয়েছে এই রকম প্রত্যেক বয়সী পুরুষদের এক কলসী করে ইউ দিতে হবে 'পূজা ঘর' এর জন্য।

এই 'ওয়ুয়ু' বা 'ওঁয়ু' পূজা বিকেলের দিকে হয়। এই পূজার জন্য সকলে মিলে চাঁদা তুলে শুয়োর কেনে। তারপর পূজার দিন কেটে রাতে মাংসের ঝোল রান্না করা হয়। টোটোরা প্রত্যেকে নিজেদের বাড়ী থেকে তাদের নিজেদের পছন্দমতো ভাত বা রুটী নিয়ে

আসে। টোটোপাড়ার সব পুরুষ এবং স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে একসংগে বসে তাদের নিয়ে আসা ভাত বা রুটী রান্না করা মাংস দিয়ে খাবে। সারারাত ধরে টোটো স্ত্রী ও পুরুষরা মিলে গানবাজনা করে। রাত তিনটে থেকে পুরুষরা নাচ শুরু করে। এভাবে প্রায় তিন চার রাত ধরে এই উৎসব চলে। কিন্তু দিনের বেলা সকলে যে, যার কাজকর্ম করে এবং রাত হলেই সবাই 'পুজা ঘরে' যায় এবং 'ইউ' খায়।

এই পুজা শেষ হওয়ার দুইদিন পরে আবার শুয়োর নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে বলি দিয়ে পুজা হয়। সেই বলি দেওয়া শুয়োরের মাংসের ঝোল রান্না করে খাওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'গো-ওয়াটি'।

টোটোপাড়ায় টোটোদের বসবাসের শুরুতে টোটোরা সংখ্যায় খুবই কম ছিলো বলে এবং জংগল পরিস্কার করবার জন্য এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তাছাড়া 'সানজাইসূপা' দেবতার কৃপায় আগামী দিনেও যাতে ভালো ফসল পাওয়া যায় সেই আবেদনও এতে থাকে। আবার এই জংগল পরিস্কার করবার কয়েকদিন পরেইনদীতে বলি দিয়ে পুজা করতে হবে বলে হয়তো এই উৎসবের মধ্য দিয়েই জংগল পরিস্কার করা হয়ে যেত।

(৩) পোইকিংসোওয়া:-

কাবিহা সুরমা চোয়ালুইটুই নাওাইওয়াঙলুসা ই লুইটুইওয়া জিসাঙ্ হুইনের। আকুহা লুইটুইয়া টেবোহা জেংতেন। টট্বিকোহা কোকোই নাচমি। ইয়ু নাওাইস জিসাঙ্ হুইনিসি।

নাচমি মসাংমি, মাকাছইপমি,--- ইকোলাগি ইয়ে জিসাঙ্ হুইনি মি।

ইচোমিঙ্ এমি পোইকিংসোওয়া।

বাংলা রূপান্তর:-

টোটোরা বর্তমান বসতি টোটোপাড়ায় এসে বসবাস শুরু করাকালীন একটি ছোটো পাথর পূজা করত়ো। সেই পাথরটি এখন অনেক বড়ো হয়ে গেছে।

কথিত আছে যে, কোনও একজন টোটো আদিপুরুষের পা কেটে যায়। সেই আঘাত না সারায় এই পাথরের পূজা করা হয়। এবং এই পূজার ফলেই সেই কেটে যাওয়া পা সেরে যায়। টোটোদের মতে শরীরের যে কোনও অংশের আঘাতপ্রাপ্ত-স্থান না সারলে, পোকা হলে, অথবা আঘাত প্রাপ্ত অংশটি যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং সেরে যায় সেজন্যই এই পূজা করা হয়।

এই 'পোইকিংসোওয়া' নামে টোটোপাড়ার একটি ক্লাবের নাম রাখা হয়েছে ।

(৪) সিঙ্লু, ম্বইশিংপা :-

হানি সিঙেগহ স মুইচু দ যেসাঙ্ মুইনের ।
হানি টিহসিচুইদ যেসাঙ্ মুইনের ।

হং শুরমা টট্বি নাঙাইওয়াংমি সিঙেতা লুমেসা ডালি টেয়্যামিসা মুইচামি মুইচামসাশিপামি । কানেহা যেসাঙ্ মুইনের নেহা কাহা ই শিঙেয়া কাহা যেসাঙ্ মুইনের ।

বাংলা রূপান্তর :-

কোনও গাছ থেকে চোট লাগলে বা কেটে গেলে, না সারলে এই নামের পূজা করা হয় । 'সিঙ্লু'-র নামে এইপূজা করা হয় । যে, কোনও গাছ দিয়ে কোনও আঘাত পেলে বা কেটে গেলে এই পূজা করা হয় ।

কথিত আছে যে, টোটোরা তাদের বর্তমান বসতি টোটোপাড়ায় এসে বসবাস করবার শুরুকালীন একজন টোটো গাছে উঠে গাছের ডাল কাটতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মারা যায় । তখন পুরোহিতের বিধানে 'মইশিঙপা' গাছের পূজা করা শুরু হয় । এছাড়াও 'ডুসংতি' 'ন্যাতেংতি', 'ওয়াতেংতি,' বা' ওয়াটেংটি,' 'ন্যাচু,' 'জোংজাইপু', নামে বিভিন্ন গাছের পূজা করা হয় । টোটোদের ধারনা এবং বিশ্বাস যে, এইসব গাছের পূজা করলে উল্লিখিত রোগ ব্যাধি তাড়াতাড়ি সারে এবং মংগল হয় ।

(৫) স্বাদিংপা :-

য়ুঁকো চুবে সালোপানাহা নায়াই জেসাও হুঁনেমি । জেসাং মহুঁনাহা হায়ুমি, ফেমা বুওয়া পরোমাংওয়া পাকা কোপাচেং হুপামুসা স্না-কো হুটিং-বিতা য়ুতি নাইনে মি । হুপুনু তনওয়া আমা বিয়া কিং মসা তাং মাহি পিচানেমি ।

বাংলা রূপান্তর:-

বসবাসের জন্য নতুন বাড়ী তৈরী করে গৃহপ্রবেশ করবার আগে যে পূজা করা হয়, তার নাম' স্বাদিংপা' ।

কথিত আছে যে এই পূজা না করে গৃহপ্রবেশ করলে নানারকম শারীরিক অসুবিধে যেমন, পেট ফাঁপা, পেট খারাপ ইত্যাদি রোগ হয়। পুরোহিতের বিধানে শূয়োর বলি দিয়ে ঘরের চারপাশের চারটি খুঁটির গোড়ায় বলির রক্ত দিতে হয়। পরে বলির মাংস রান্না করে সকলে খায়।

(৮) চিইমা ---

সা-কো জেসাং জিরিতা হুঁনেমি, জংয়োমুসা জেসাংহুপানেমি । জিরিতা সা-কো চেমেরিয়া হো-মিদিংমিই ।

সা-কো সারক্যা চিইমা। হাইমোহংপামিজিংকো তামসা 'চিইমা' হুইচামি।

---- বাংলা রূপান্তর ------

ফসলের জন্য এই পূজা করা হয়। প্রধানতঃ জং বা কাঙন পাকবার পর এসব দিয়ে পূজা করে তারপর শস্যদানা খাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া শান্তিতে বসবাস করবার জন্য টেটোরা এ পূজা করে।

ঘরের দেবতা 'চিইমা'। কোনও বিপদ যাতে না হয় সেই কারনেও এই দেবতার পূজা করা হয়।

(৭) পাইকিংসোওয়া :-

পাইকিংসোওয়া হুপাকো পাকা ই-পু পোরই নিই-পু কেচেং যুঁ লাসুতা এমৃতা এমৃসা হুনে মি ।

বাংলা রূপান্তর:- হাত-পা ফোলা, স্বপ্নদোষ অসুস্থতা সারাবার জন্য এই দেবতার নামে পূজা করা হয় । বাচ্চা শূয়োর দুইটি, পায়রা দুইটি বাচ্চা মুরগী বলি দিয়ে পূজা করতে হয় । অল্প 'ইউ' কলাপাতায় দিয়ে বলির রক্ত দিতে হয় ।

(৮) দ-লু —

কাবে নুইটুসো নাচুমিসা কাহা জিসাং হুইলে না । কাহা হানি নুইটুইসো চুইদো নাচমি ।

বাংলা রূপান্তর:-

কোনও পাথরজাতীয় ব¬ওর আঘাতে শরীরে ঘা জাতীয় কিছু হলে পুরোহিত-এর নির্দেশ অনুযায়ী এই পূজা করা হয় । যে, কোনও পাথরের আঘাদের সুস্হতার কারনে এই পাথরের পূজা করা হয় ।

(৯) সারক্যা :-

ঞ্জি- রি সাকো মিনৃহা 'সারক্যা' । ভাঙ্সাকো
সা ইসা নিওহা জেসাঙ্ হুইকো । হিন্দু কাহিবা যেসাহা নিওকই •
হুইনিমি । চিকিংওয়া, ওয়াতিওরাহওয়া ইওহা নিকোই নাভাইসো
জেসাঙ্ হুইনি মি । আইলুওয়া ইয়ুহা জংপেরো । চিকিংওয়া, সাঘা,
মেইবে, ওয়াতিওয়াহওয়া সেইংজা, জঙ্, জিসাঙ্ হুইনের ।

আকুইয়া জঙ্ মিনেমি । আকুইয়া তি হাংতা
মিউমি আকতাহা সেয়ুং চুনেমি ।

জেসাঙ্ হুইন্ হা 'ইউ' মযেমি ।

বাংলা রুপান্তর:-

ঞ্জি- রি নামের ঘরের যে, পূজা করা হয় তার
নাম 'সারক্যা' । হিন্দুদের ঠাকুরঘরের মতো প্রত্যেক টোটোর
বাড়িতেই একটি করে ঘর থাকবে এই পূজা করবার জন্য । শীতকাল ও
বর্ষাকালে দুবার পূজা করতে হয় । দুই ঋতুর দুই প্রথম ফসল উৎসর্গ করতে
হয় পূজার সময় । যেমন শীতকালের ফসল 'মারুয়া' এবং বর্ষাকালের
ফসল 'ভুট্টা' ও 'জঙ্' দিয়ে এই পূজা করতে হয় । এই পূজায় লালমোরগ

বলি দিতে হয় ।

এই পূজায় উৎসর্গ করবার জন্য 'ইউ' লাগবেই ।
(কিন্তু পূজাতে কোনও ফুল, বেলপাতা ইত্যাদি লাগে না ।)

(১০) সেইংজা -

ইকোহানি রে জিসাঙ্ মতানা । ইচো হিমপাকো মিং, পুদুইওয়া ইয়াগৈ, টুংনিং ইয়াগৈ, জ্যামুরা ইয়াগৈ ল্যাংডেং ইয়াগৈকো জেসাঙ্ দশম সা হাইনা

কাচুচুডুগা, কাহাইন, কাহিনিয়া মংবুইমি, ইয়াগৈকো জিসাঙ্ দশম সা হাইনা ।

বাংলা রুপান্তর:-

' সেইংজো' অদৃশ্য দেবতা, কোনও মূর্তি নেই । হিমপা নামের পাহাড়, পুদুইওয়া নামের পাহাড় টুংনিং পাহাড়, জ্যামুরা নামের পাহাড়, ল্যাংডেং পাহাড়,-- এইসব নামের

পাহাড়ের পূজা হয় ।

অসুস্থতা, বিভিন্ন ধরনের কারনে ভয় পাওয়া, স্বপ্নদোষ,-- ইত্যাদি অসুস্থতা সারাবার জন্য এইসব পাহাড়ের নামে পূজা হয় ।

(১১) জোরা জেসাঙ্

টটৈবি জোরা, ইয়াগৈ, সেগে, সানি, নুঙ্টুই ইভিয়া কাবেয়া জিসাঙ্ হুইমি ।

চুয়াতি কো কাবিহা জেসাঙ্ দয়া ।
নেয়া কাবিহা জেসাঙ্ হুইনের । আকু ওরায়া কাবেয়া জিসাঙ্ হুইনের । আকোহাঙ্ জাঙ্ আকুবাং হুইনের । হাংগা কামনে জোরা বেটৈমি , কা মাইয়াঙ্দো মাসাঙ্মি ।

দাতেংতি, দিপতী, চুওয়াতি, নিতেংতি, জোয়্শতী, মেরেম্তী, লেঙ্-পাঙ্তি জোরাকো জিসাঙ্ দশম সা হাইনা ।

বাংলা রূপান্তর:-

টোটোরা নদী, পাহাড়, গাছ, সূর্য, পাথর এসবের পূজা করে।

কারো বাড়ীতে অসুখবিসুখ হলে পুরোহিত এসে কোনও নদীর নাম করে সেই নদী অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে সেই নদীকে পুজো দিতে বলবে। পুরোহিত যাকে যা বলবে সেই নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক টোটোকে তাই করতে হয়। এবং পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ী ছোট মুরগী না বড় মুরগী, পায়রা, পাঁঠা, বাচ্চা না বড় শুয়োর এবং কোন রঙের বলির জন্য দিতে হবে সব নির্দেশ দিয়ে দেয় পুরোহিত।

দাতেংতি। দিপতী, চু-ওয়াতি, নিতেংতি জোয়ন্তী, মেরেমতী লেঙ্-পাঙ্তিননামের নদীর পুজো করে টোটোরা।

(১২) পুরতা সিংএওয়া:-

চেমিচেওয়াহিং মিং এওয়া - 'পুরতা মিংএওয়া'।

বাংলা রূপান্তর:-

শিশুর নামকরন উৎসবকে বলে 'গুরতা মিঙ্ এওয়া' ।

(১৩) সিনিক্যা:- 'সিনিক্যা' সানিকো মিঙ্ । ইয়া মিচোকো জিসাঙ্ হুইনি মি ।

বাংলা রূপান্তর:-

টোটোপাড়ায় 'সিনিক্যা' সূর্যেরনাম । চোখের বিভিন্ন রকমের অসুখ সারাবার জন্য এই দেবতার পূজা করা হয় ।

(১৪) বাদিনোংওয়া:-

চেংবিকো আমানুয়ংতা তাওয়া আকুহিংজাংমি 'বাদিনোংওয়া' ।'সানজাহিসপাহিং' নাঙ্য়াই পিচামশা নৈতাহা চেংবিং পিচামি ।

বাংলা রূপান্তর:-

শিশুদের মুখে ভাত (অন্নপ্রাশন) দেওয়ার অনুষ্ঠানকে বলে 'বাদিলোংওয়া' ।'সানজাইসপা' দেবতাকে খাদ্য উৎসর্গ করে তারপর সেই প্রসাদ শিশুকে খাওয়ানো হয় ।

(১৯) 'দেববিহৌ', চিয়োওয়াবিহৌ :-

টট্টবি বিয়ুওহা নিশজিংমি 'দেববিহৌ' আসুয়া 'চিয়োওয়াবিহৌ' জিংমি । সুং-পু পিকা, পাকা কেকা স্যাম্বী । হাওস্নু স্যাকোবা ।

বিওআহা হাপা জমসা পিকা সারেমি । পিকাকো নাঙাইকো কোইপা'ইউ' পামশা হিস্পালোঙ্রেম্বী ।

ইচো বিওয়ু মিজিংসি । নাঙাইকো চিরিং হাপুনটেনা বিয়ুউ টুমি ।

মুড়িংদেওয়াহা বিয়ুউ জিংমিনেহা হাইরে পিচামগমি ।

বাংলা রূপান্তর:-

টোটোসমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান 'দেববিহো' এবং 'চিয়োওয়াবিহো' এই দুভাবে অনুষ্ঠিত হয় । তিনটি গরু, শুয়োর, মুরগী কাটতে হয় । কে কয়টা গরু, মুরগী ইত্যাদি কাটতে পারবে সেই হিসেব করে 'বড়বিয়ে' এবং 'ছোটবিয়ে' যাচাই করা হয় ।

বিয়ের সময় যেভাবেই হোক গরু কাটতেই হবে । গরুর সামনের ডানপা কাঁধে নিয়ে 'সানজাইসপা' দেবতার নামে উৎসর্গ করতে হয় ।

১৮ নংগাই-লংওয়া:-

বিওক লওাই মিমেকো চ্যাং জিংনাহা লেপেওয়া মাড়না । চ্যাং জিওয়ারামা নাওাই সাওাই লঙ্পাবেরো । মুদুনাহা নাওাইকো ওয়ারাঙ্পা জাঙ্শা পাকা, কেকা সাওাইলোংপাংসা । তামোয়া টৈনতা বিয়ো জ্যাগমি ।

বাংলা রূপান্তর:-

বিয়ের আগে কন্যা অন্তঃসত্ত্বা হলে টোটোসমাজে সেটি নিন্দনীয় নয়। সন্তান জন্ম দেবার আগে বিয়ের অনুষ্ঠান করতে হয়। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে প্রধান পুরোহিতের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী নিজ সাধ্যমতো শুয়োর, মুরগী কেটে 'সাংগাই-লংওয়া' বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

টোটোসমাজে সন্তান জন্ম দেবার পরও সুবিধেমতো বিয়ের অনুষ্ঠান করা যায়।

(১৭) কুইসাং পাওয়া-

টোটেবি সিপনু লায়ু লিকাবি। সিপুয়াতা মেবে সাহাবি। পঞ্চা শিপুনাহা সাচুউয়ু (চু-পুউয়ু), মেবে শিপুনাহা সাতায়ু (না-পুউয়ু) সিরিঙ্পোতা ইউঙ্রেবি।

কুইসাংপাওয়া জেরেবি।

হাসুংপা : ইয়েসুনতুমি, তিরেহুযতুমি । ইয়ারিং, তিদে, কেই নুরেমি । লোইনিং দযুয়ে জুরেমি । নেহা সা বারুউ জুরেম্মি ।

বাংলা রূপান্তরঃ

মৃত্যুর পর টোটোরা মৃতদেহ মাটির নীচে পুঁতে দেয় । কবর দেবার জায়গায় কোনও স্ত্রীলোক যেতে পারে না ।

টোটো পুরুষ মারা গেলে ছয়দিন এবং টোটো স্ত্রীলোক মারা গেলে পাঁচদিন ঘরের ভিতরে থাকতে হবে এবং কাঁদতে হবে তাদের নিকটজনকে । কারও সংগে কথা বলবে না, স্নান করবে না, কোনও গয়না পরবে না । শোকের চিহ্ন হিসেবে মেয়েদের একবছর একটি লাঠি বহন করতে হয় । বর্তমানে বারোদিন লাঠি বহন করা হয় ।

'কুইসাং পাওয়া' নামে পারলৌকিক কাজ করতে হয় ।

(১৮) পিদুয়া, য়ৈশিং :-

হং শুরমা ইন্‌তা বাদু ইয়াগৈবি জোরা জেলাও 'তি-ত্রিং' শাথাসুতিবে মসংওয়া সারক্যা। পিদুয়া ঔ-বিকো বায়রো (বারো)। পিদুয়া মসংওয়া অদেয়া। অবকো টেবো ডুয়াবি সেংগমে সাইনবাতানি। সাইনবাতানি কাউনুং জেজেং কো মি। সাইনবাতানি জোরা জেসাং তি-ত্রিং শামাসুতিবে হামসা অমসে সুংজা, গুয়াই। পিদুয়া হামসা মসংওয়া সাইনবাতানিকো। সাইনবাতানি আতং অবকো পঠাং পিচামশা পিদুয়াবি পর নাসমি। আসুয়া অবকো পিদুয়াবি পর নৈতাহা লুইমি। নিই-পু মিচো নৈতাহা হুইমি।

লাগুতাংওয়া— সুংপু কেকা, অংকু, আদোয়া (এণ্ড), মায়রং, হাইজোং, আংদোং, ইউ। যেসাং লুইন হা 'ইউ' ঘয়েমি।

তাংসা ওয়ংমিসা শামাসুতিবে হামশা লুইচামি। মাইবেবে মোঘোয় না।

পিদুয়া ইয়েংসেবি সারক্যা। হাইমোহংশা মিজিংকো আকোসোতা তামসা পিদুয়াবি লুইচামি।

বাংলা রুপান্তর:-

টোটোপাড়ার উত্তরে বাদু পাহাড় । সেখানে নদীর ধারে 'তি- ত্রিং' অরন্যে বাস করে সব অপদেবতা । পিদুয়া তাদের সর্দার । বেয়াড়া স্বভাব । তার বড় ভাইয়ের মেয়ে সাইনকানি । সাইনকানি খুব সুন্দরী ।

একবার সাইনকানি নদীর ধারে তি- ত্রিং বনে ফলমূল কুড়োতে যায় । হঠাৎ পিদুয়া সেখানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাইনকানির উপর । সাইনকানি তখন তার তরবারি দিয়ে পিদুয়ার মাথা কেটে ফেলে । পরে আবার পিদুয়ার মাথা জোড়া দিয়ে চোখ দুটি পিছনদিকে জুড়ে দেয় ।

পূজার উপকরন:-

তিনটি সাদা মোরগ, চাল, আদা, মাখন, ইউ এবং কাপড় লাগে পিদুয়ার পূজার জন্য । গ্রামের সব টোটোরা মিলে একসংগে বনে গিয়ে পূজো দেয় ।

এই পূজোতেও 'ইউ' লাগবেই । কোনও ফুল লাগে না । পিদুয়া অমংগলের দেবতা । টোটোদের যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেজন্য সকলে মিলে একসংগে এই পূজা করে ।

টোটোভাষার অনুবাদ করতে সহায়তায়,

১। রানী টোটো	টোটো পাড়া, জলপাই গুড়ি
২। সাধনা টোটো	ঐ
৩। সুচনা টোটো	ঐ
৪। শচীন টোটো	ঐ
৫। গেটে টোটো	ঐ
৬। সঙ্গীত টোটো	ঐ
৭। দিলীপ টোটো	ঐ
৮। ঝরনা বসু (গবেষিকা),	